**কান দেবেন না**

সন্দীপন চক্রবর্তী

১.

কমলকুমার মজুমদার তখনও ঠিক কমলকুমার হন নি আর কি...মানে তখনও তাঁর খ্যাতি হয় নি তেমন... সাহিত্য সংস্কৃতির জগতের লোকেরা তখনও তাঁকে মূলত নীরদ মজুমদারের সহোদর হিসেবেই চেনেন। এহেন কমলমুমার একদিন বিষ্ণু দে-র বাড়ি গেছেন একটা দরকারে। বসবার ঘরে বসে কথা হচ্ছে দু-জনের। কয়েকটা কথার পরেই বিষ্ণু দে খেয়াল করলেন যে আলোচনার দিকে ততটা মন নেই কমলকুমারের। বরং থেকে থেকেই ঘরের এদিক ওদিকে তাকাচ্ছেন আর ফিকফিক করে হাসছেন। কাউকে এরকম করতে দেখলে স্বভাবতই খানিকটা অস্বস্তি হয়। খানিকক্ষণ পরে বিষ্ণু দে তাই আর থাকতে না পেরে বললেন— মনে হচ্ছে আপনি বোধ হয় কিছু বলতে চান...

কমলকুমার আবার একটু ফিক করে হেসে দিয়ে বললেন— না না... সবই এক্কেরে...ঠিকঠাক আছে...

কথাটা ঠিক ধরতে না পেরে, খানিক হকচকিয়ে গিয়েই বিষ্ণু দে অবাক বিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন—মানে?

কমলকুমার আলতো হেসে জবাব দিলেন— মানে ঠিক যেখানে - যেখানে যা-যা থাকবার কথা, সবই এক্কেবারে জায়গামতো রয়েছে আর কি...মানে এই পঞ্চপ্রদীপ, বাঁকুড়ার ঘোড়া...স-অ-ব...খালি ওই দরজার চৌকাঠের পাশে একটা বাছুর বেঁধে রাখতে পারলেই একেবারে লোকশিল্পের চূড়ান্ত হত...

২.

রবীন্দ্রসদনে বিরাট অনুষ্ঠান হবে গল্পপাঠের। নামজাদা গল্পকাররা প্রায় সবাই আসছেন গল্প পড়তে। অনুষ্ঠানের পাঁচ-ছ-দিন আগে, আয়োজকদের একজনের সঙ্গে আচমকাই রাস্তায় দেখা হয়ে গেল শক্তি চট্টোপাধ্যায়ে। দেখা হতেই শক্তি তাকে পাকড়াও করে এক ধমক— অ্যাই, তোরা সবাইকে গল্প পড়তে ডেকেছিস, আর আমাকে ডাকিস নি কেন রে? আয়োজক মশাই খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে আমতা আমতা করে বলার চেষ্টা করল যে— না... ইয়ে... মানে... আপনি তো কবিতা লেখেন... দু-একটা উপন্যাসও লিখেছেন... কিন্তু গল্প... মানে...

শক্তির আবার ধমক—চোপ! সেটা নিয়ে তোকে কে ভাবতে বলেছে? আমি বলেছি যখন, তখন আমি গল্প পড়তে যাবই... মনে থাকে যেন...। বলে হন্‌হন্‌ করে এগিয়ে গেলেন শক্তি। এদিকে আয়োজক মশাই তো তখন প্রমাদ গুণছেন। শক্তির ধরণধারণ সম্পর্কে খুব ভাল করেই জানেন তিনি, তাঁকে চেনেনও দীর্ঘদিন। তিনি প্রায় নিশ্চিত যে, শক্তির মাথায় নিশ্চয়ই আবার কোনও দুষ্টবুদ্ধি পাকিয়ে উঠেছে... গল্পপাঠসভায় কোনও অঘটন না ঘটায়। ফলে অনতিবিলম্বে শরণাপন্ন হলেন শক্তিরই বন্ধুস্থানীয় আর এক সাহিত্যিকের। তাঁর উপরে দায়িত্ব পড়ল এটা দেখার যে ওই দিন শক্তি যাতে কোনওমতেই অনুষ্ঠানে পৌঁছতে না পারে।

অনুষ্ঠানের দিন। সকাল থেকে সেই সাহিত্যিক শক্তির খোঁজ করছেন। কিন্তু কোথায় শক্তি! সম্ভাব্য যে-যে জায়গায় শক্তি যেতে পারেন, তার প্রায় সব জায়গাতেই তিনি খোঁজ নিয়েছেন। অথচ শক্তির কোনও পাত্তা নেই! অবশেষে দুপুর দেড়টা-দুটো নাগাদ শক্তির সন্ধান পাওয়া গেল। এক প্রকাশকের বাড়িতে বসে তিনি তখন মদ্যপানরত। সন্ধান পেয়েই সেখানে ছুটলেন সাহিত্যিক। শক্তিকে পাকড়াও করে নিয়ে এলেন নিজের বাড়িতে। শক্তি চান - খাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন। তারপর তাঁকে বললেন— এবার তুমি একটু বিশ্রাম কর...আর বেরিয়ো না এখন...আমি সন্ধ্যেবেলা তোমার কাছে আসব আবার...বেরিয়ো না কিন্তু ... সন্ধ্যেবেলা খুব জরুরি কথা আছে তোমার সঙ্গে। এদিকে সেদিন তো তাঁরও গল্পপাঠ আছে রবীন্দ্রসদনে। সুতরাং শক্তিকে বিশ্রামে রেখে তিনি সোজা রবীন্দসদনে এলেন।

শুরু হয়েছে গল্পপাঠের অনুষ্ঠান। সভাপতির ভাষণের পর ঘোষণা হল— প্রথম গল্প পাঠ করবেন আমাদের প্রবীণতম গল্পকার গজেন্দ্রনাথ মিত্র। গজেন্দ্রনাথ মিত্র গল্প পড়তে শুরু করেছেন। সবেমাত্র সাত-আট লাইন পড়া হয়েছে কি হয় কি, আচমকা দর্শকরা মঞ্চের দিক থেকে শুনলেন একটা গলা-ফাটানো আওয়াজ— 'গজু টু-উ-উ-কি'। গজেন্দ্রনাথ মিত্র স্তম্ভিত। পড়া থামিয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন। দর্শকেরা হোহো করে হাসতে শুরু করেছে। আয়োজক মশাই সঙ্গে সঙ্গেই বুঝে গেছেন এটা কার কান্ড। উদ্যোক্তারা শক্তিকে ধরতে দৌড়চ্ছে। তারে পাশ কাটিয়ে এসে শক্তি আবার উইংসের পাশ থেকে গলা বাড়িয়ে হেঁকে উঠলেন— 'অ্যাই গজা...গজা-আ-আ-আ-... টু-উ-উ-কি...'

সাহিত্য - সংস্কৃতি জগতের নানা ব্যক্তির মুখে শোনা এইসব টুকিটাকি গল্প। এর সত্যাসত্য নির্ধারণের দায় লেখকের নয়। যেসব রামগরুড়ের ছানা তথ্যগুলো কতটা খাঁটি জানতে চান তাদের জন্য নয়, এসব গল্প শুধুই সেইসব পাঠকের জন্য, যারা রসাতলে তলিয়ে যেতে চান।